শুভেচ্ছা

☺ Aadiraj (বাবুপাড়া) ঃ ছোট আমি ছোট ওগো, ব্যস্ত হেসে-খেলে; দিন কেটে যায় রাতও কাটে, সবার কোলে কোলে। এখন শুধু দুধে মন ভরে না, মুখে তুলবো ভাত; তোমরা সবাই এসে এবার, মাথায় রেখো আশীর্বাদের হাত। শুভ কামনায় 'ওয়েলকাম ক্যাটারার', সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

☺ Rupe (Jecqueline) ঃ নয়নের মণি তুমি, অন্তরের আলো, আশীর্বাদ করি তোমায় চিরদিন থাকো ভালো। বাবা-জনি, মা-রিয়া, দাদান-আনন্দ, দিদা-রিনা, ছোট মা-প্রিয়া (আশিঘর, শিলিগুড়ি)।

বিবাহবার্ষিকী

☺ বাবা ও মার (শ্রী উৎপল কুমার বসু ও শ্রীমতী জয়ন্তী বসু) ৪০তম বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন - মেয়ে (পৌষালী দাস), জামাই (দেবাশীষ দাস) ও নাতি (রাজ) - ড্রীম টাওয়ার, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লী, শিলিগুড়ি।

ইংল্যান্ড সফর

তিন ফর্মাটেই বিরাটের তাস হতে পারেন রাহুল

নয়াদিল্লি,১৬ মে ঃ আইপিএল টাইম।

ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা ব্যস্ত প্রিমিয়ার লিগের অন্তিম পর্যায়ের উত্তেজনার স্বাদ নিতে। আইপিএলের ঊর্ধ্বগামী পারদের মাঝেও উঁকি মারছে পরবর্তী ইংল্যান্ড সফরের হাতছানি। টি২০ লিগের পারফরম্যান্সকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে কাটাছেঁড়া। বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, দীনেশ কার্তিকদের সাফল্য যেমন আশ্বস্ত করছে, তেমনই চিন্তার কারণ ছন্দহীন রোহিত শর্মা।

আর রোহিতের অফফর্ম ইশ্যুতে বিকল্প হিসেবে ভরসা জোগাতে তৈরি লোকেশ রাহুল। তিন ফর্মাটে ইতিমধ্যেই নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। যদিও পায়ের নীচের জমিটা এখনও নড়বড়ে। যা শক্ত করে নিতে আসন্ন ইংল্যান্ড সফর লোকেশের জন্য দারুণ মঞ্চ। আইপিএলের সাফল্য যদি কোনো ইঙ্গিত হয়, তাহলে শুধু টি২০ বা ওডিআই নয়, টেস্ট সহ তিন ফর্মাটেই ইংল্যান্ডে সফল হওয়ার জন্য প্রস্তুত লোকেশ রাহুল।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর থেকে ছাঁটাই হয়ে এবার কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবে জায়গা হয়েছে। সঙ্গে প্রাক্তন আরসিবি সতীর্থ ক্রিস গেইল। এখনও পর্যন্ত পাঞ্জাব যে প্লে-অফের লড়াইয়ে রয়েছে, তার অন্যতম কারণ গেইল-রাহুলের ওপেনিং জুটি। আর লক্ষণীয় হল, বিস্ফোরক গেইলের ছায়ায় আড়াল হওয়ার বদলে স্বকীয় ক্রিকেটে সাফল্যের নতুন অধ্যায় লিখছেন। ১৬১.৭৩ স্ট্রাইক রেটে ইতিমধ্যেই ৫৫৮ রান করে ফেলেছেন। এরমধ্যে ১৪ বলে আইপিএলের দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নজিরও গড়ে ফেলেছেন।

২০১৬-য় ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলার সময়ই টের পাওয়া গিয়েছিল, তিন ফর্মাটেই সম্পদ হয়ে ওঠার ক্ষমতাটা। ১৪৭ স্ট্রাইক রেটে ৩৯৭ রান করেছিলেন। জাতীয় দলের হয়েও তা বজায় ছিল। কিন্তু চোটআঘাত সবে শুরু কেরিয়ারে বারেবারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। টিম ইন্ডিয়া থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে। চোট সারিয়ে ফিরেও এসেছেন। আপাতত লক্ষ্য দলে 'অটোমেটিক চয়েস' হওয়া।

চলতি আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতির ঝলক। ব্যাটের সঙ্গে উইকেটকিপিং প্লাস পয়েন্ট কর্ণাটকী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের। দস্তানা হাতেও উন্নতির ছাপ চোখে পড়ছে। ধোনি-উত্তর পর্বের আগামীর ব্যাটন-দৌড়ে লোকেশ নিঃসন্দেহে ফ্রন্ট রানার। তার আগে অবশ্য ইংল্যান্ড সফর। যেখানে হাতের উইলো কাঠই মূল ভরসা।

রাহুল নিজে ভীষণভাবে আত্মবিশ্বাসী সাফল্য নিয়ে। তবে ধোনির জুতোয় পা গলানো নিয়ে এখনই ভাবতে নারাজ। ওটা তুলে রাখতে চান ভবিষ্যতের জন্য।

স্টাইল-আইকন স্টেটাস উপভোগ করেন কোহলি

নয়াদিল্লি, ১৬ মে ঃ ক্রিকেট আইকন। স্টাইল-স্টেটমেন্টেও।

বিরাট কোহলির কথা বলছি। হেয়ার-কাট, গালভরা দাড়িতে কাঁচির ছোঁয়া হোক বা কেতাদুরস্ত নিত্যনতুন পোশাকে টিনএজারদের স্টাইল-আইকন হয়ে উঠছেন। ক্রিকেটের বাইরে এভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে পারাটা উপভোগ করছেন খোদ কোহলিও। ভারত অধিনায়কের কথায়, সময়ের সঙ্গে নিজের স্টাইল বদলে নিতে ভালোবাসেন। ভালো লাগে নিত্যনতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতেও।

এক প্রশ্নের উত্তরে বিরাট কোহলি বলেন, 'সবার নজরে পড়া, প্রশংসা পাওয়ার মতো পোশাক পরার মধ্যে একটা ফিলগুড ফ্যাক্টর কাজ করে। দীর্ঘদিন ধরেই আমি এনিয়ে সচেতন। জানি, কোন পোশাকটা আমার সঙ্গে যায়। সময়ের সঙ্গে মাঝেমধ্যে পরীক্ষানিরীক্ষাটাও উপভোগ করি। আমি সচেতন এব্যাপারে। নিজের লুক, স্টাইল নিয়ে স্টাইলিস্টদের সঙ্গেও আলোচনা করি।'

ফিটনেস-আইকন শব্দটাও অনায়াসে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে বিরাটের সঙ্গে। বাঙালি ট্রেনার শংকর রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিটনেসকে পৌঁছে দিয়েছেন অন্য লেভেলে। চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে কীভাবে এতটা সময় দেবেন ফিটনেসের জন্য? জবাবে বিরাট বলেন, 'সিরিজের মাঝে হোক বা বিশ্রামের সময়, ফিটনেস নিয়ে আমি সবসময় সচেতন। আর এই ফিটনেসের সুফলটা আমার খেলায় প্রতিফলিত হয়। কঠোর পরিশ্রম আর ডায়েট কনট্রোল, যা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি।'

বিরাট সচেতন ফুট-ওয়্যার নিয়ে। দিনের বিভিন্ন মুহূর্ত, কাজের জন্য আলাদা আলাদা জুতো। মাথায় রাখেন স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিও। 'মাঠে হোক বা মাঠের বাইরে জুতোর ব্যাপারে আমি সচেতন। বিশেষত মাঠে। কারণ পারফেক্ট ফুটওয়্যার রান নেওয়া আর রানআউটের ক্ষেত্রে ব্যবধান গড়ে দেয়। টেস্টে লম্বা সেশনের জন্য দরকার এমন জুতো, যাতে স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে, যাতে টেস্টের পাঁচদিন আপনার পা সচল, সতেজ থাকে। থাকছে বাড়তি ধকলের জন্য ফুট-ইনজুরির বিষয়টাও।'

মেসির চোখে শেষ চারের স্বপ্ন

-খবর পনেরোর পাতায়

ধাওয়ানদের বিরুদ্ধে ভেসে থাকার ম্যাচ ব্যাঙ্গালোরের

বেঙ্গালুরু, ১৬ মে ঃ যুদ্ধটা চালিয়ে যেতে হবে।

দুটো ম্যাচে জয় এসেছে। আর বাকি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ, জয় ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নয়--গত ম্যাচে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে উড়িয়ে দেওয়ার পর কথাগুলি বলছিলেন এবি ডিভিলিয়ার্স।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের অন্যতম ব্যাটিং স্তম্ভের কথার মধ্যেই প্রকৃত পরিস্থিতির প্রতিফলন। ১২ ম্যাচে সাত-সাতটি হার। জয় মাত্র পাঁচটিতে। এরপরও বিরাট কোহলিরা বাকি দলগুলির পয়েন্ট কাটাকুটির অঙ্কে ভেসে রয়েছে প্লে-অফের দৌড়ে! আপাতত ভেসে থাকার প্রধান শর্ত, বাকি দুই ম্যাচে সরাসরি জয়। তারপর বাকি ম্যাচের সমীকরণের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আটদলের লিগে সাত নম্বরে থাকা আরসিবির মরিয়া শেষ দুই ম্যাচ জিতে সেই আশাটাই আঁকড়ে ধরতে চায়। আগামীকাল যার প্রথমটিতে বিরাট ব্রিগেডের চ্যালেঞ্জার শীর্ষস্থানাধিকারী সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। যারা কিনা ইতিমধ্যেই ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করে নিয়েছে। চিন্নাস্বামীর হোম অ্যাডভান্টেজ বিরাটদের সঙ্গে থাকলেও চলতি পারফরম্যান্স ও দলগত নৈপুণ্যে এগিয়ে টিম হায়দরাবাদ। বিরাটরাও যা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

হায়দরাবাদ শিবিরের ভরসা যখন তাদের দলগত ক্রিকেট, তখন আরসিবি দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত সাফল্যের উপর। গত একডজন ম্যাচের পরিসংখ্যানের খাতা খুলে বসলে বিরাট, এবি ছাড়া বলার মতো সাফল্য বলতে উমেশ যাদব। বিরাট (১২ ম্যাচে ৫১৪), এবি (১০ ম্যাচে ৩৫৮)--দু'জনে মিলে দলের প্রায় অর্ধেক রান করেছেন। বাকি ব্যাটসম্যানদের হালটা সহজেই অনুমেয়। অন্যতম ১৭ উইকেটে পার্পল ক্যাপ মাথায় তোলা উমেশের সাফল্য ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সতীর্থদের ব্যর্থতাতে।

আগামীকাল ভেসে থাকার ম্যাচ। হার মানে শেষ ম্যাচের আগেই বিদায়। এহেন পরিস্থিতিতে সরফরাজ খান, পার্থিব প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, যুযবেন্দ্র চাহালদের সম্মিলিত যোগদানটাও গুরুত্বপূণ। অপরদিকে, উইলিয়ামসনের দুরন্ত নেতৃত্বের সঙ্গে অধিনায়কোচিত ব্যাটিংয়ে (৫৪৪) ভর করে তরতরিয়ে এগোচ্ছে চারমিনার শহরের দল। লক্ষ্য, গ্রুপ লিগে নিজেদের এক নম্বর স্থান দখলে রাখা। কাল আরসিবিকে হারালেই তা নিশ্চিত।

শিখর ধাওয়ানও (৩৬৯) পথ দেখাচ্ছে দলকে। মিডলঅর্ডারে ইউসুফ পাঠান (১৮৬), মণীশ পাণ্ডে (১৮৯), সাকিব আল হাসান (১৬৬)-রা প্রয়োজনে কার্যকর ইনিংস খেলে দিচ্ছেন। হায়দরাবাদের মূল সম্পদ অবশ্য বোলিং। ঘুরিয়েফিরিয়ে বিশ্রাম নিয়ে খেলা ভুবনেশ্বরের (৮ উইকেট) সঙ্গে যথাযথ তাল ঠুকছেন সন্দীপ শর্মা (৮), সিদ্ধার্থ কল (১৩), রশিদ খান (১৩), সাকিব (১২)-রা।

আগামীকাল স্পিন-পেসের ককটেলে ধারালো সানরাইজার্স বোলিংকে সামলানোর চ্যালেঞ্জ থাকছে বিরাটদের জন্য। গত দুই ম্যাচে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে জয়টা তলানিতে ঠেকা আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়েছে। বিশেষত, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটের বড়ো জয়টা অক্সিজেন জোগাচ্ছে।

কাল যে অক্সিজেনকে সঙ্গে নিয়ে ধাওয়ান-উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে আরও একটি 'ডু অর ডাই' ম্যাচের মুখোমুখি হওয়া। ব্যর্থতা মানে বৃহস্পতিবারের চিন্নাস্বামীতেই বিরাটদের প্লে-অফ স্বপ্ন অস্তাচলে।

বাহুতুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা বঙ্গ ক্রিকেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে ঃ একাদশ আইপিএল নিয়ে মজে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট। বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরের ছবিটাও একইরকম। প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়া একাদশ আইপিএলের পরই রাশিয়ায় ফুটবল বিশ্বকাপে মজে যাবেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। সেই সময়ই বাংলার ক্রিকেটের অন্দরে সাম্প্রতিককালের সবথেকে বড়ো সিদ্ধান্তটা হওয়ার কথা। কোচ হিসেবে সাইরাজ বাহুতুলের ভবিষ্যৎ কী হবে, সম্ভবত আইপিএলের পরই চূড়ান্ত হবে। বাংলার সিনিয়র দলের কোচ হিসেবে সাইরাজ বাহুতুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা ও সংশয় নতুন নয়, অনেকদিন ধরেই চলছে। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে তার মতের অমিলের কথাও বঙ্গ ক্রিকেটে কারোর অজানা নয়। বাংলার ক্রিকেট কর্তারা চাইছেন, মুম্বইয়ের লেগস্পিনার বাহুতুলেকে আরও এক মরশুমের জন্য রেখে দিতে। কিন্তু অধিনায়ক মনোজ যে বাহুতুলেকে কোচ হিসেবে আর চান না, সেকথা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের আগেই জানিয়েছেন বঙ্গ অধিনায়ক। এমন অবস্থায় বাংলার ক্রিকেট সমাজের একটা অংশ থেকে দাবি উঠছে মনোজকে বাংলার অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ঋদ্ধিমান সাহাকে অধিনায়ক করারও। কিন্তু চিরকালই নির্বিবাদী ঋদ্ধি নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে চান না। অতীতে তার কাছে বহুবার প্রস্তাব গেলেও কোনোদিনই রাজি হননি পাপালি। এবারও তিনি মনোজের বদলি হিসেবে দলের দায়িত্ব নেবেন রনজির জন্য, এমন সম্ভাবনা বা খবর এখনও নেই। এমন পরিস্থিতিতে বাংলার ক্রিকেটে কোচ-অধিনায়ক সমীকরণ কী হতে পারে, তা বুঝে নিতেই গতকাল কোচ বাহুতুলের সঙ্গে গোপন বৈঠক সারলেন সিএবির যুগ্মসচিব অভিষেক ডালমিয়া। সভাপতি সৌরভের সঙ্গেও রাজস্থান রয়্যালসের বোলিং কোচ হিসেবে গত দু-দিন কলকাতায় থাকা বাহুতুলের একাধিকবার কথা হয়েছে বলে খবর। কিন্তু গোপন আলোচনার পরও কী গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া গিয়েছে? যুগ্মসচিব অভিষেক এব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি। কিন্তু সূত্রের খবর, সাইরাজ বাহুতুলে নিজেও ভালোই বুঝে গিয়েছেন যে, বাংলার কোচ হিসেবে তার চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। থাকতে হলে অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়েই থাকতে হবে। বাস্তবে কী সেটা সম্ভব? আজ রাজস্থান রয়্যালস দলের সঙ্গে কলকাতা ছাড়ার আগে বেলার দিকে সাইরাজ বাহুতুলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন, 'এব্যাপারে কোনো মন্তব্য করব না আমি। যা বলার সিএবি বলুক। আমি এখন রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে রয়েছি। ফ্র্যাঞ্চাইজি অনুমতি দিলে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে পারি।' পুরো বিষয়টি বাহুতুলে এড়িয়ে গেলেও বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, বাহুতুলেকে ছেঁটে ফেলে সামনের দিকে তাকাতে চাইছেন সিএবি সভাপতিও।

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	পয়েন্ট	নেট রান রেট
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (কোয়ালিফায়েড)	১২	১৮	০.৪০০
চেন্নাই সুপার কিংস (কোয়ালিফায়েড)	১২	১৬	০.৩৮৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১৩	১৪	-০.০৯৬
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১৩	১২	০.৩৮৪
রাজস্থান রয়্যালস	১৩	১২	-০.৩৯৯
কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	১৩	১২	-০.৪৯০
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর	১২	১০	০.২১৮
দিল্লি ডেয়ারডেভিলস	১২	৬	-০.৪৭৮

পাঞ্জাবকে হারিয়ে টিকে রইল মুম্বই

মুম্বই, ১৬ মে ঃ ৬০ বলে ৯৪ রানের ইনিংসেও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে জয় এনে দিতে পারলেন না লোকেশ রাহুল। ১৮৬ রান তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮৩ রানে থেমে যায় প্রীতি জিন্টার দল। শেষ দু-ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল ২৩ রান। এই পরিস্থিতিতে ১৯তম ওভারে বুমরাহের (১৫-৩) তৃতীয় বলে লোকেশ রাহুল আউট ০হতেই জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করে মুম্বই। ছয় নম্বরে নেমে হতাশ করেন যুবরাজ সিংও (৩ বলে ১)। ফলে লক্ষ্যের ৩ রান আগেই থেমে যায় পাঞ্জাব। এই জয়ের ফলে ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থস্থানে উঠে এল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সমসংখ্যক ম্যাচে ১২ পয়েন্ট পাঞ্জাবেরও। তবে নেট রানরেটে অনেক এগিয়ে রোহিত শর্মার দল।

দলকে জেতাতে না পারায় হতাশ লোকেশ রাহুল।

চলতি আইপিএলে বেগুনি টুপির মালিক কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ফাস্ট বোলার অ্যান্ড্রু টাই। তাঁর পেসের সামনে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কেঁপে যায় মুম্বইয়ের টপ অর্ডার। তারপরও শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৬ রান তুলতে সক্ষম হয় বাণিজ্যনগরীর দলটি। চলতি আইপিএলে বিজনেস এন্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে প্রথম চারের শেষ দুটি স্থানের জন্য লড়াইয়ে ছিল পাঁচটি দল। মুম্বই ও পাঞ্জাব যার অন্যতম। ব্যাটিংকে শক্তিশালী করার জন্য অফফর্মে চলা জে পি ডুমিনির জায়গায় এদিন মুম্বইয়ের প্রথম একাদশে ফেরেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কায়রন পোলার্ড। ওপেনিং পার্টনারশিপে ৩৭ রান ওঠার পরই ফর্মে থাকা সূর্যকুমার যাদবকে (২৭) তুলে নিয়ে মুম্বই শিবিরে প্রথম ধাক্কা দেন টাই (১৬-৪)। নিজের দ্বিতীয় ওভারে পরপর দুই বলে ফেরান এভিন লিউইস (৯) ও ঈশান কিষানকে (২০)। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে তিন উইকেট চলে যাওয়ার ধাক্কাটা পরের দিকে অবশ্য কাটিয়ে ওঠে মুম্বই। গোটা টুর্নামেন্টের মতো এদিনও ব্যর্থ হন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (৬)। তাঁকে সাজঘরের রাস্তা দেখান চলতি আইপিএলে প্রথম বোলার হিসেবে এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট পাওয়া অঙ্কিত রাজপুত (৪৬-১)। তবে চতুর্থ উইকেটে ক্রুনাল পান্ডিয়া ও পোলার্ডের ৬৫ রানের পার্টনারশিপ মুম্বইকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনে। ক্রুনাল (৩২) ফেরার পর পোলার্ডকে (২৩ বলে ৫০) তুলে নেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন (১৮-২)।

ম্যানেজার মারাদোনা

মিন্সক, ১৬ মে ঃ ফুটবল বিশ্বের অন্যতম সেরা উপহার তিনি। কিন্তু কোচ হিসেবে নিজেকে কখনই তিনি সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেননি। যে আর্জেন্টিনাকে তিনি একার হাতে ছিয়াশির বিশ্বকাপ দিয়েছিলেন সেই দলের ডাগআউটে তিনি দুবছরও টিকতে পারেননি। গত মাসেই আরব আমিরশাহীর দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব আল-ফুজাইরাহর দায়িত্ব ছেড়েছেন। যদিও দিয়েগো মারাদোনাকে তিন বছরের চুক্তিতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করল বেলারুশের প্রথমসারির ক্লাব ডায়নামো ব্রেস্ট। মঙ্গলবার ক্লাবের টুইটার অ্যাকাউন্টে এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মূলত ক্লাবের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্যই ছিয়াশির বিশ্বকাপের নায়ককে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আগস্টে দায়িত্ব ছাড়বেন মার্ক

মেলবোর্ন, ১৬ মে ঃ চলতি বছরের আগস্টে তাঁর চুক্তি শেষ হবে। তারপর আর অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচকের পদে না থাকার কথা ঘোষণা করলেন প্রাক্তন অসি ক্রিকেটার মার্ক ওয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এখবর জানিয়েছে। সম্প্রতি মার্ক অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় একটি চ্যানেলে ধারাভাষ্যকারের দায়িত্ব পেয়েছেন। যার ফলেই বর্তমান পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এপ্রসঙ্গে সিএ-র পারফরম্যান্স ডিরেক্টর প্যাট হাওয়ার্ড বলেছেন, 'মার্ককে হারানো আমাদের জন্য বিরাট ক্ষতি। পাশাপাশি মার্ক যেভাবে প্রধান নির্বাচকের ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ।'

সম্পাদক ঃ সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে সঞ্জীব তালুকদার কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ ডিবিসি রোড, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৪২১৪, ২৩১৬৪৪। কোচবিহার অফিস ঃ সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২২৬৪৩৩। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ০৩৫৬৪-২৫৯৪০১। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৩৬৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫/২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in